যুগান্তর

তারিখ 15 FEB 2016
পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের শ্রেণী

১২

তৃতীয় মত

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

ভাষার মাসে ভাষা নিয়েই লিখব, এটাই সম্ভবত সব কাগজের সম্পাদকরা আশা করেন। কিন্তু কত আর লিখব এবং কি লিখব— তা নিয়ে যখন ভাবছি, তখন বহু বছর আগের একটা কথা মনে পড়ল। বাংলাদেশ তখনও স্বাধীন হয়নি। তবে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে চারদিকে। এ সময় প্রয়াত কবি সিকান্দার আবু জাফর পুরনো ঢাকার অভয় দাস লেন থেকে মতিঝিলে তার সমকাল প্রেস ও মাসিক সমকাল পত্রিকা স্থানান্তর করেন। এই মাসিক সমকালের অফিসটিই হয়ে ওঠে তখনকার প্রগতিশীল নবীন ও প্রবীণ বুদ্ধিজীবীদের আড্ডাখানা।

আড্ডাটি ছিল অনিয়মিত। বিকালের দিকে অনেকেই আসতেন এই আড্ডায়। কবি শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, সাইয়ীদ আতীকুল্লা, দেবদাস চক্রবর্তী এবং আরও অনেকে। মাঝে মাঝে মুনীর চৌধুরী, শওকত ওসমান, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী প্রমুখ আসতেন। ঘরোয়া আড্ডায় ভাষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি নানা বিষয় নিয়ে তর্ক এবং আলোচনা হতো। আমিও মাঝে মাঝে যেতাম এ আড্ডায়।

সেটা সম্ভবত ফেব্রুয়ারি মাসই ছিল। হঠাৎ সমকালের (বর্তমানের দৈনিক সমকাল নয়) আড্ডায় প্রশ্ন উঠল, আমাদের ভাষা আন্দোলনটিকে গণআন্দোলন বলা যায় কিনা? নাকি এটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি আন্দোলন? প্রশ্নটা কে তুলেছিলেন এত দীর্ঘকাল পর তা আর মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে, প্রশ্নকর্তার যুক্তি ছিল, ভাষা আন্দোলন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আন্দোলন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অগ্রসর অংশ ছাত্র সমাজ এই আন্দোলনের উদ্যোক্তা। তারপর তা শিক্ষিত পেশাজীবী মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের প্রভাবেই সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশও তাতে যোগ দিয়েছে। মুসলিম লীগ সরকার অর্বাচীনের মতো ভাষা আন্দোলনের মিছিলে গুলি না চালালে এই আন্দোলনের দিকে সাধারণ গণমানুষ ঝুঁকত না।

এই বক্তব্যটি যিনি উত্থাপন করেছিলেন, তার আরও যুক্তি ছিল, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাত্র এক বছরের মাথায় বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে আন্দোলন শুরু হওয়ার পেছনে কারণ ছিল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালি ছাত্র ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনের একটা প্রচণ্ডভীতি। এই ভীতিটা ছিল, উর্দু এককভাবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হলে সিভিল সার্ভিসের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা থেকে চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দুভাষীদের কাছে তারা হার মানবে। শুধু ভাষার আধিপত্যের জোরেই তারা রাষ্ট্র ব্যবস্থার সব স্তরে প্রাধান্য বিস্তার করবে; পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হবে।

এই ভীতি থেকেই বাংলা ভাষী ছাত্র সমাজ ভাষা আন্দোলনে এগিয়ে যায়। তাদের সমর্থন জানায়, শিক্ষিত পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। প্রথমে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারি ভাষা এবং পরে সারা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি ওঠে। সাধারণ মানুষ প্রথমে এই আন্দোলন থেকে একটু দূরে ছিল। কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে পুলিশের নৃশংস গুলিবর্ষণ এবং হত্যাকাণ্ডের পর তারাও এই আন্দোলনে সমর্থন দিতে এগিয়ে আসে।

যতদূর মনে পড়ে, এই বক্তব্যের একটা ধারালো জবাব দিয়েছিলেন মুনীর চৌধুরী (একাত্তরের শহীদ)। তিনি সেদিনের আড্ডায় উপস্থিত ছিলেন এবং ভাষা আন্দোলনের গণকেন্দ্রিক চরিত্র ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর খুলনায় লবণ দুর্ভিক্ষ, পাটের দাম কমে যাওয়ায় পাটচাষীদের নাভিশ্বাস, জিনিসপত্রের লাগামহীন দাম বৃদ্ধি ইত্যাদি সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের সমস্যা নিয়ে তো আন্দোলন হতে পারত, আন্দোলনের জন্য বিরোধী দলের নেতারা ডাকও দিয়েছিলেন। আন্দোলন হয়নি। একুশে ফেব্রুয়ারির গুলিবর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের জন্য যদি আন্দোলন হয়ে থাকে, তাহলে রাজশাহী জেলে গুলি চালিয়ে অসংখ্য রাজবন্দি হত্যার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর সাধারণ মানুষ আন্দোলনে নামেনি কেন? সুতরাং ভাষা আন্দোলনের এমন একটা আবেদন ছিল, যা একজন নিরক্ষর মানুষকেও জাগ্রত করেছে। আর ভাষা তো কেবল অক্ষরের সমষ্টি নয়; অক্ষর চেনে না এমন মানুষের মুখের ভাষাও। তার মায়ের ভাষাও। মাতৃপ্রেমের মতোই মাতৃভাষা-প্রেম। একজন নিরক্ষর মানুষও এই ভাষাকে তার অস্তিত্বের বর্ম মনে করে। ফলে ভাষা আন্দোলনের এই সর্বজনীনতা। গণমানুষের এমন উদ্বেল অংশ গ্রহণ। এই আন্দোলনে তাই মধ্যবিত্তের শ্রেণী চরিত্র খুঁজতে যাওয়া অর্থহীন।

বহু বছর আগে কথাগুলো বলেছিলেন, শহীদ মুনীর চৌধুরী। তার সব কথা ও যুক্তিগুলো এখন আর মনে নেই। এটুকুই মনে আছে তার যুক্তিই সেদিনের ঘরোয়া আড্ডায় প্রায় সবাই মেনে নিয়েছিলেন। আমি ছাত্র হিসেবে ভাষা আন্দোলনে যোগ দিয়েছি, দু'দুবার জেলও খেটেছি। আমারও প্রথমদিকে মনে হতো, ভাষা আন্দোলনের শ্রেণী চরিত্র ছিল সম্ভবত মধ্যবিত্তের। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান প্রথমেই উপলব্ধি করেছে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর একক আধিপত্য রাষ্ট্রব্যবস্থায় তাদের সমান অধিকার বিরাট অন্তরায়। তাই তারা বিদ্রোহী হ... তারপরই আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে এই আন্দোলনে দলে দলে সাধার... যোগ দিল কেন? এমনকি ঢাকা... উর্দুভাষী আদিবাসী মানুষও? ভাষা আ... ঢাকার পেয়ারু সর্দার, কাদের ... অবদানের কথা কে না জানে? ... গুলিবর্ষণের পর যখন ঢাকা ... ছাত্রাবাসের সামনে প্রথম শ... হয় এবং সেনা ও পুলিশ বা... ভাঙতে থাকে, তখন গ্রেফত... উপেক্ষা করে শহীদ মিনার ... ইট-কাঠের জোগান দিয়েছে... ঢাকা শহরের মহল্লায় মহল্লা... মিনার তৈরি করেছে ঢ... আমজনতা, আদিবাসী যুবকরা... দেশের কোনো কোনো আন্দোল...

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি একটি ঘটনা অবাক হয়ে দেখেছি। মুসলিম লীগ স... পুলিশ ও প্যারা মিলিশিয়া যখন ঢাকার শহীদ মিনারটি রাতে এসে বারবার ভাঙছে, তখ... বেলা শত শত নর-নারী এসে সমবেত হয়েছে এই ভাঙা শহীদ মিনারের সামনে। মি... পুনর্নির্মাণের অর্থ সংগ্রহের জন্য একটি সাদা চাদর পেতে রাখা হতো। তাতে মানুষ অ... টাকা-পয়সা ঢালছে। এমনকি খেটে খাওয়া মজুরের স্ত্রী এসে হাতের রূপার বালা খুলে ... ওপর রাখছে। মধ্যবিত্ত ঘরের গৃহিণীরা নয়, এই চাদরে অকাতরে টাকা-পয়সা, গয়নাগাঁ... গরিব ঘরের বৌঝিরা বেশি। সেদিনের সেই দৃশ্য এখনও আমার স্মৃতিতে জ্বলজ্বল ক...

...াশেদ রাব্বি

...াজধানীর মুগদা জেনারেলের হা... কলেজ। সাড়ে ৯ একর জায়গার ...রম্য ৫০০ শয্যার এ হাসপ... ...াকলেও পর্যাপ্ত চিকিৎসা ও সে... ...য়োজনীয় চিকিৎসক, নার্স ...মনকি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ...র্মীনারও নেই।

...নিবার সরেজমিন হাসপাতালে ...ত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা। বিশে... ...ফ্লারগুলোতে ধুলোবালি জমে এ... ...াটাচলার ফলে পুরো হাসপা... ...গছে। আউটডোরের বিভিন্ন বি... ...লাইন। চিকিৎসক প্রয়োজনের ... যেখানে দু'জন থাকার কথা সে... কোথাওবা নেই।

আউটডোরে মেডিসিন বিভাগের ডাক্তার মাত্র একজন। অথচ ... সংখ্যা বেশি। তাই বেলা বাড়ার ... বিভাগের সামনে রোগীদের লা... লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে বিরক্ত ... সোলায়মান। তিনি বলেন, এক ...

দু'শ ইউপি চেয়ারম্যান প্রার্থী... নাম আ'লীগের হা...

কাল গণভবনে মনোন... বোর্ডের সভা

...ুগান্তর রিপোর্ট

...ুই শতাধিক চেয়ারম্যান প্রার্থীর ন... ...ালিকা পেয়েছে আওয়ামী ... ...াজকের মধ্যে বাকি ইউনি... ...প্রার্থীর নাম পাঠাতে তৃণমূল নেত... ...পুনরায় নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রো... এ সংক্রান্ত নতুন চিঠি পাঠানো হয়ে... আওয়ামী লীগের স্থ... ...রকার/ইউনিয়ন পরিষদ নি... মনোনয়ন বোর্ডের সভা আগামী... ...াত আটটায় গণভবনে দ... ...ভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসি... ...ভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হবে। এ সভা... ...চেয়ারম্যান প্রার্থী চূড়ান্ত করা হবে। আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক ...াবদুস সোবহান গোলাপ জানিয়েছে... রোববার পর্যন্ত দুই শতা... ...ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রার্থীর না...

...িতে : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

প্রতারণা ও অর্থ আত্মসাৎ মামলা

মীর কাসেম আলীস নয়জনের বিরুদ্ধে দুদকে তদন্ত শুরু

...ুগান্তর রিপোর্ট

...তারণা ও অর্থ আত্মসাৎ মামল... ...ত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত জামায়াত নেতা মী... ...সেম আলীসহ ৯ জনের বিরু... ...শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমি...